ঈমানের আলো ও নিফাকের আঁধার

ঈমানের আলো ও নিফাকের আঁধার

ড. সাইদ বিন আলি আল-কাহতানি

অনুবাদ : ইরফান লাবিব

হাসান্ত
প্রকাশন

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ঈমান

প্রথম পরিচ্ছেদ : ঈমানের অর্থ ও মর্ম ০৬
ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য ০৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঈমানের পরিচর্যা ও বৃদ্ধির উপায় ০৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঈমানের উপকারিতা ও ফলাফল ১৮
ঈমান নিয়ে শয়তানের প্রদত্ত প্ররোচনার প্রতিকার ৩২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ঈমানের শাখা-প্রশাখা ৩৭
জবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঈমানের সাতটি বিষয় ৩৮
মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঈমানের ৩০টি বিষয়..... ৩৮
কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ঈমানের ৪০টি বিষয় ৪০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুমিনের গুণাবলি সংবলিত কুরআনের আয়াত. ৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিফাক

প্রথম পরিচ্ছেদ : নিফাকের অর্থ ও মর্ম ৪৮
নিফাকের প্রকারভেদ ৪৮
নিফাকে আসগর ও নিফাকে আকবরের মাঝে পার্থক্য ৫২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুনাফিকের গুণাবলি সংবলিত কুরআনের আয়াত ৫২
নিফাকের আলামত ও ক্ষতিসমূহ..... ৫৯

প্রথম অধ্যায়

ঈমান

প্রথম পরিচ্ছেদ : ঈমানের অর্থ ও মর্ম

ঈমান শব্দের আক্ষরিক অর্থ সত্যায়ন করা, বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন সুরা ইউসুফে এসেছে—

وما أنت بمؤمن لنا

তুমি আমাদেরকে সত্যায়নকারী নও।

ঈমানের অর্থ ও মর্ম : ঈমান চারটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। অন্তরের বিশ্বাস, অন্তরের কর্ম, জবানের স্বীকারোক্তি ও আমল দ্বারা বাস্তবায়ন।

১. অন্তরের বিশ্বাস হলো সত্যায়ন করা, মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও নিশ্চিত জ্ঞান রাখা।

২. জবাবের স্বীকারোক্তি হলো শাহাদাতাইন তথা 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ' উচ্চারণ করা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অপরিহার্য বিষয় স্বীকার করা।

৩. অন্তরের আমল তথা নিয়ত, ইখলাস, নিষ্ঠা, সন্তুষ্টি মহব্বত, আত্মসমর্পণ, আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, তাঁর ওপর দৃঢ় ভরসা রাখা ইত্যাদি।

৪. অন্তরের নিয়তকে আমল দ্বারা বাস্তবায়িত করা।

যেমন— নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, কুরআন তেলাওয়াত, আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার ইত্যাদি আমল; যা ইমাম বায়হাকি রাহ. সুনানে কুবরায় ঈমানের শাখা-প্রশাখা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এসব আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়।

আল্লামা আবদুর রহমান নাসির আস-সাদি বলেন,

ঈমান হলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, রাসুলের আনিত সমুদয় হুকুম-আহকাম মাথা পেতে মেনে নেওয়া, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আত্মসমর্পণ। তাসদিক তথা সত্যায়ন করা; এটা অন্তরের আমল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এভাবে ঈমান শব্দটি দ্বীনের সব বিষয়কে শামিল করে নেয়, চাই তা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত হোক।

এজন্য সালাফগণ বলতেন, ঈমান হলো অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও কাজে বাস্তবায়ন করার সমষ্টি। আমলের কারণে বৃদ্ধি পায় আর পাপের কারণে হ্রাস পায়। ফলে ঈমান-আকিদা, আখলাক ও আমল সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।[১,২]

---

১ আত-তাওজিহ ওয়াল বায়ান : ৯

২ ঈমানের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা কী, তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মত হলো, ঈমান তিনটি বিষয়ের সমষ্টি—অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও আমল দ্বারা বাস্তবায়ন।

বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা-আশআরি-মাতুরিদিদের মত হলো, ঈমানের রুকন হলো, তাসদিক তথা হৃদয়ের বিশ্বাস আর ইকরার তথা মুখের স্বীকৃতি। ইমাম তাহাবি রাহ. এ মতের প্রবক্তা ছিলেন। বস্তুত এ মতবিরোধ সামান্য ও গৌণ। কারণ, যারা আমলকে ঈমানের অংশ সাব্যস্ত করে, তারা কিন্তু আমলের অবিদ্যমানতার কারণে খারেজিদের মতো ঈমানকে নাকচ করে না ও ব্যক্তির ওপর কাফের ফতওয়া আরোপ করে না।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. ফাতহুল বারিতে লেখেন,

ঈমানের ক্ষেত্রে সালাফের বক্তব্য—হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।

উক্ত বক্তব্যে সালাফ আমলকে ঈমানের বিশুদ্ধতার শর্ত আখ্যা দেননি, বরং ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার শর্ত আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণেই তাঁরা ঈমান বাড়ে-কমে বলেছেন।

ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য

যদি ঈমানকে ইসলামের সাথে সংযুক্তি ছাড়া উল্লেখ করা হয়, তখন তা থেকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন উদ্দেশ্য হবে।

যেমন কুরআনে এসেছে,

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور

আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, তাদেরকে ভ্রষ্টতার অতল গহ্বর থেকে ঈমানের আলোয় নিয়ে আসেন।

এ আয়াতের ওপর ভিত্তি করে সালাফের বক্তব্য হলো, ঈমান—বিশ্বাস, স্বীকারোক্তি ও আমলের সমষ্টির নাম।

পক্ষান্তরে যদি ঈমান শব্দটি ইসলামের সাথে সংযুক্ত হয়ে উল্লেখ হয়, তখন ঈমান থেকে স্রেফ বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াবলি উদ্দেশ্য হবে। যেমন, আল্লাহ, রাসুল, ফেরেশতা ও আসমানি কিতাবাদির ওপর বিশ্বাস স্থাপন।

যেমন কুরআনে এসেছে,

إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات

যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে।

অথবা বলা হবে—ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সংগঠিত সমূহ আমল। যেমন, শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি, নামাজ, রোজা, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। আর ঈমান থেকে উদ্দেশ্য হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি।

পক্ষান্তরে যারা ঈমানকে আমলের রুকন বলে না, তারাও এ কথা বলে যে, আমলের অনুপস্থিতির ফলে ঈমানের নুর লোপ পায় এবং আমল ছাড়া ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয় না।—অনুবাদক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঈমানের পরিচর্যা ও বৃদ্ধির উপায়

ঈমান হলো একজন মুমিনের একান্ত কাম্য ও পরম আরাধ্য। ঈমানের বদৌলতে ইহকাল ও পরকালে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ঈমানই হলো সব ধরনের কল্যাণ ও মঙ্গলের মূলভিত্তি ও শেকড়।

ঈমানের ভিত কীভাবে দৃঢ় ও মজবুত হবে, কীভাবে ঈমান পূর্ণতায় পৌঁছবে, তা নিয়ে সম্যক ধারণা রাখা একজন মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

আমরা এ অধ্যায়ে ঈমান পরিচর্যার উপায় ও ঈমানের উৎকর্ষ সাধনের কতিপয় আমল নিয়ে আলোকপাত করব।

১. আসমাউল হুসনার সঙ্গে পরিচিতি হওয়া : আসমাউল হুসনা অর্থ আল্লাহর সুন্দর গুণবাচক নাম, যা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۭ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তাকে সেসব নামেই ডাকবে। যারা তার নামের ব্যাপারে বক্র পথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা কিছু করছে, তাদেরকে তার বদলা দেওয়া হবে।—সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮০

হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ

হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহর নিরান্নববই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩]

---

৩ সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৭৩৬